তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৯

**আধুনিক বান্দরবানের নেতৃত্বে দিতে শিক্ষার্থীদের নিজেদের তৈরি করার আহ্বান পার্বত্য মন্ত্রীর**

বান্দরবান, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার। তিনি বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অর্জনের পথকে সুগম করতে শিক্ষাবৃত্তিসহ বিভিন্ন বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তোমরাই আগামী দিনে আধুনিক বান্দরবানের নেতৃত্বে আসবে, তাই নিজেদের সেভাবেই তৈরি করতে হবে।’

আজ বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে পার্বত্য জেলার ৬৯৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বান্দরবান জেলার বিভিন্ন কলেজ পর্যায়ে ২৬৫ জন শিক্ষার্থীকে ৭ হাজার টাকা করে ১৮ লাখ ৫৫ হাজার, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৪৩০ জন শিক্ষার্থীকে ১০ হাজার টাকা করে ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকাসহ সর্বমোট ৬৯৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৬১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি তুলে দেন পার্বত্য মন্ত্রী।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, চাকুরিতে কারো সুপারিশ নয় নিজের যোগ্যতা দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সুন্দর করতে হবে। একসময় পার্বত্য বান্দরবান জেলাকে পিছিয়ে পড়া জেলা বলা হতো, এখন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বান্দরবান জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে পার্বত্য এলাকার মানুষ। তিনি আরো বলেন, শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, আগামীতে দূরদূরান্তের শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যার কথা মাথায় রেখে প্রত্যেক কলেজে আবাসিক হোস্টেল সুবিধা রাখার পরিকল্পনা আছে।

এর আগে পার্বত্যমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিট অফিসের নবর্নিমিত ভবনের উদ্বোধন করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সুপ্রদীপ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ হারুন অর-রশীদ, সদস্য (প্রশাসন) মোঃ জসিম উদ্দীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মোঃ শাহ আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুল ইসলাম, বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এম নুরুল ইসলাম, বান্দরবান সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর নুরুল আবছার চৌধুরী, মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জান্নাতুল মাওয়া, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও লক্ষীপদ দাশ।

#

রেজুয়ান/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৮

**বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালক নির্বাচিত হওয়ায়**

**সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর অভিনন্দন**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর):

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক নির্বাচিত হওয়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং সফল রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য কন্যা, বিশ্বখ্যাত অটিজম ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক অভিনন্দন বার্তায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের এ গৌরবময় ও অবিস্মরণীয় সাফল্যে তাঁকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

অভিনন্দন বার্তায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল সারাবিশ্বের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক নির্বাচিত হয়ে তিনি বিশ্বদরবারে আরেকবার বাঙালি জাতিকে অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।

কে এম খালিদ বলেন, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল আজ তারুণ্যের অনুকরণীয় আদর্শ ও স্বপ্নজয়ের উজ্জ্বল প্রতীক। প্রতিমন্ত্রী তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

#

ফয়সল/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২২২৮ ঘণ্টা

Handout Number: 1527

**The response of Bangladesh with reference to a press briefing note by OHCHR**

Dhaka, November 01:

With reference to a press briefing note, issued by Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) on 31 October 2023 on Bangladesh, the response of the Government of Bangladesh as follows:

The Government of Bangladesh is deeply shocked at the unprecedented show of violence and public disorder by the Bangladesh Nationalist Party (BNP) in the name of its one-point unconstitutional demand of holding the next general elections under a non-party caretaker administration. As per BNP’s request, the Dhaka Metropolitan Police (DMP) gave permission to hold its rally in front of its party office on 28 October 2023 under some specific conditions. However, BNP activists took recourse to indiscriminate street violence, arson and other forms of attacks on persons and properties. The main targets of such rampant violence have been the apolitical law enforcement agencies, the judiciary, innocent civilians, state institutions and public properties.

Numerous horrific images and video footages show that a member of the Police was mercilessly beaten to death – in broad daylight, on wide-open public street, dozens of other law enforcement agents were attacked and injured, a bus conductor was burned alive along with the bus, scores of other vehicles including fire service trucks were torched, the residences of the Chief Justice and other judges of the highest court of the land were vandalized, police hospital premises and ambulance were set on fire and several police stations were vandalized, reporters and camera personnel were attacked. Even in the face of such continued atrocities of the BNP, the Government of Bangladesh and its law enforcement forces showed utmost restraint and patience and applied minimal and optimal force to ensure public order.

The Government of Bangladesh rejects any insinuation suggesting that the ‘masked individuals’ riding on motorcycles are “thought to have been” the ruling party supporters. Widely circulated video footages show that the attacks on the journalists were made, and residence of Chief Justice were vandalized from the BNP rally. Media reports identified one person wearing protective vest and posing to be a law enforcement agent/press personnel and putting fire on vehicles as Robiul Islam Noyon, Member Secretary of Dhaka City South branch of Jubo Dal (the youth wing of the BNP). The injured journalists did not claim that they were attacked by ruling party members – masked or not. Moreover, the Bangladesh Federal Journalist Union (BFUJ), on a press release issued on 28 October 2023, condemned the attacks to BNP activists on the journalists.

From BNP’s activities, it is evident that it is resorting to violence, particularly arson with a clear intention to create a public nuisance, disturb life and livelihood, disrupt economy, collapse of public communication, transport and logistics and ensure total anarchy in the country. The BNP also resorted to misinformation in order to misguide the international community and thus gain sympathy. In a press conference in BNP Headquarters, it introduced a fake ‘adviser to the US President’. The motive of BNP behind terrorizing the nation and misguiding the people of Bangladesh and the international community is to disrupt the ensuing election and constitutional processes. Unfortunately, the OHCHR may have fallen for BNP’s misinformation campaign.

Office of the High Commissioner for Human Rights is mandated by the Member States to champion human rights globally. Its work must reflect the principles of objectivity, neutrality, impartiality and non-selectivity. In this context, it is advisable that the Office reviews its method of collection and verification of the information before publishing. The Government expects that the OHCHR will rectify its 31-October press briefing note based on authentic facts. If the OHCHR's statements are not highly objective, the Office will lose people's support, acceptability and credibility.

The Government of Bangladesh is committed to ensure people’s right to vote at any cost and to holding a free, fair, credible and peaceful election. For the sake of democracy, which the people of Bangladesh achieved after countless sacrifices, the Government of Bangladesh will support the independent Election Commission to hold the next general election on time as per our constitution.

The Election Commission – independent constitutional body–is regularly holding dialogue with registered political parties ahead of next general elections. The Election Commission attaches great importance to observation of the election process to ensure transparency. In this regard, the Election Commission invited international election observers and foreign media to observe the upcoming 12th Parliamentary Elections of Bangladesh.

#

Masum Billah/Pasha/Rafiqul/Salim/2023/22.00 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৬

**পলাশডাঙ্গা মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি**

**সৌধ উদ্বোধন করলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর):

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য দেশি বিদেশি একটি কুচক্রি মহল কাজ করে যাচ্ছে। আমরা এ কুচক্রি মহলকে একাত্তরের পরাজিত করেছি। এবার আমরা একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও তাদের বিদেশি প্রভুদের যুদ্ধের মাধ্যমে নয় ব্যালটের মাধ্যমে পরাজিত করব।

মন্ত্রী আজ সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে পলাশডাঙ্গা যুবশিবিরে পলাশডাঙ্গা মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে মুক্তিযোদ্ধারা বিজয় সমুচিত করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা, চিকিৎসা, কবর বাধাই করা ছাড়াও ইতিহাস খ্যাত জায়গাগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে। তারই আলোকে সিরাজগঞ্জ কামারখন্দ উপজেলার মধ্য ভদ্রঘাট কালিবাড়িতে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি সৌধ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর তৈরি করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ সমন্বয় কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডঃ বিমল কুমার দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. হাবিবে মিল্লাত মুন্না, জেলা প্রশাসক মীর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, জেলা পুলিশ সুপার মোঃ আরিফুর রহমান মন্ডল, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডঃ কে এম হোসেন আলী হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ তালুকদার, কামারখন্দ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এসএম শহিদুল্লাহ সবুজ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিন সুলতানা, কামারখন্দ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সেলিম রেজা, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সেখ বক্তৃতা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার অধিদপ্তরের অধীনে প্রায় ৪ বিঘা জমির উপর পলাশডাঙ্গা মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। দ্বিতল ভবনের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর ও ৭১ ফুট দৈর্ঘ্যের স্মৃতিসৌধ নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ৪ কোটি টাকা।

#

এনায়েত/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২১২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৫

**ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে** মৈত্রি সুপার থারমাল পাওয়ার **প্ল্যান্টের দ্বিতীয় ইউনিট** **উদ্বোধন**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ যৌথভাবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত **মৈত্রি সুপার থারমাল পাওয়ার** প্ল্যান্টের দ্বিতীয় ইউনিট উদ্বোধন করেছেন।

**বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও ভারতের এনটিপিসি লিঃ এর যৌথ উদ্যোগে (৫০:৫০) প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিঃ (বিআইএফপিসিএল) এর মাধ্যমে ২**x**৬৬০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প ব্যয় প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রকল্পের** Debt equity ratio **৮০:২০। প্রকল্পের অর্থায়নকারী (ঋণদাতা) প্রতিষ্ঠান ভারত এক্সিম ব্যাংক। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপনের জন্য ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস লিঃ** (BHEL)-**এর সাথে ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২২ সালের ২৩ ডিসেম্বর ইউনিট-১ এর** Commercial Operation Date (COD) **অর্জিত হয়েছে।** দ্বিতীয় ইউনিটে পূর্ণ লোড অপারেশন অর্জিত হয়েছে গত ২৪ অক্টোবর ২০২৩।

উদ্বোধন শেষে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, **প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা সুসংহত করবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যান্য ব্যয়বহুল জ্বালানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস করবে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের** Grid Stability **নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সাশ্রয়ী**, **মানসম্পন্ন এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে ভূমিকা রাখবে।** তিনি বলেন, **প্রকল্প এলাকায় ১ লাখ ১৬ হাজার বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আশপাশের এলাকা**য় **পরিবেশ সংক্রান্ত** Parameter **সারা বছর মনিটর করার জন্য** CEGIS **নামক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।**

**সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত প্রতি ইউনিটে তিন পয়সা হিসেবে লেভী ধার্য করে উক্ত অর্থ দিয়ে একটি উন্নয়ন তহবিল গঠন** করা হয়েছে, যা **প্রকল্প এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।**

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৪

**মামলা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির সুবিধার্থে ভূমিসেবা সিস্টেমের ডাটা এক্সেস শেয়ার করা হবে**

 **--- ভূমি সচিব**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর):

 ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান বলেছেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২য় ভার্সনের স্মার্ট ভূমিসেবা সিস্টেমের প্রযোজ্য সব ডাটা এক্সেস আইন ও বিচার বিভাগের সাথে শেয়ার করা হবে। এতে আদালতে বসেই জজ এবং ম্যাজিস্টেটগণ ভূমি বিষয়ক ডকুমেন্ট যাচাই করতে পারবেন। ফলে ভূমি বিষয়ক প্রযোজ্য তথ্য দ্রুত যাচাই করা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট মামলা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

 আজ তেজগাঁওয়ে ভূমি ভবনের সভাকক্ষে আয়োজিত বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বুনিয়াদি কোর্সে অংশগ্রহণকারী সহকারী জজ ও সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত স্মার্ট ভূমিসেবা বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভূমি সচিব এই তথ্য জানান।

 সচিব বলেন, দলিলমূলে স্বয়ংক্রিয় নামজারি চালুর জন্য ইতোমধ্যে ১৭টি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভূমি অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে এ আন্তঃসংযোগ দ্রুত দেশব্যাপী বিস্তৃত করা হবে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের ওপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন।

 কর্মশালায় স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপন করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মোঃ জাহিদ হোসেন পনির, এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক যুগ্মসচিব মোজাফ্ফর আহমেদ; ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক যুগ্মসচিব মোঃ আরিফ; বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ শেখ আশফাকুর রহমান; উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ড. মোঃ আলমগীরসহ ভূমি মন্ত্রণালয়, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ঢাকা মহানগর সার্কেল ভূমি অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

কামাল/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৩

**ন‌্যাশনাল রোমিং যুগে ডিজিটাল সংযুক্তির সম্প্রসারণে আরো**

**একটি নতুন মাইলফলক স্থাপন করলো বাংলাদেশ**

 **-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

ন‌্যাশনাল রোমিং যুগে প্রবেশের মাধ‌্যমে ডিজিটাল সংযুক্তি সম্প্রসারণে আরো একটি মাইলফলক স্থাপন করলো বাংলাদেশ। বাংলালিংক এবং টেলিটক বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় রোমিং ফিল্ড ট্রায়াল চালু করা হয়। এই ব্যবস্থায় বাংলালিংক ও টেলিটক গ্রাহকরা কোনো স্থানে তাদের ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক দুর্বল বা অনুপস্থিত হলে সেখানে অন্য অপারেটরের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারবেন। এর মাধ্যমে তারা দেশের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবার সুযোগ পাবেন। আপাতত এই ব্যবস্থার সীমিত পর্যায়ের ফিল্ড ট্রায়াল উদ্বোধন করা হলো আজ।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় রোমিং ফিল্ড ট্রায়ালের উদ্বোধন করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিটিআরসির চেয়ারম‌্যান শ‌্যাম সুন্দর সিকদার, বাংলালিংক এর সিইও এরিক অস এবং টেলিটকের ব‌্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী জাতীয় রোমিং ফিল্ড ট্রায়ালের উদ্বোধনকে ডিজিটাল সংযুক্তির ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, জাতীয় জীবনে ডিজিটাল সংযুক্তির সম্প্রসারণে আরো একটি নতুন মাইলফলক স্থাপন করলো বাংলাদেশ। তিনি বলেন, এমন একটি দিনের জন‌্য সুদীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশে কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যেইে ডিজিটাল সংযুক্তিতে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল সংযুক্তি শ্বাস প্রশ্বাসের মতো অপরিহার্য হয়ে ওঠেছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নেতৃত্বে বিটিআরসির নিরলস প্রচেষ্টায় গ্রাহকদের স্বার্থ বিবেচনায় এক দেশ এক রেট ব্রডব‌্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রবর্তনসহ গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরেন। মন্ত্রী বলেন, স্মার্ট কানেক্টিভিটির সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। টেলিটক ও বাংলালিংকের মধ‌্যে রোমিং চালুর বিষয়টি দেশের ডিজিটাল সংযুক্তির বিকাশে আরও একটি মাইলফলক বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিপ্লবের এই অগ্রদূত বলেন, বাংলালিংক ও টেলিটকের মধ‌্যে এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব দেশব্যাপী টেলিটক ও বাংলালিংক গ্রাহকদের মোবাইল সংযোগের পরিসর বৃদ্ধি করার পাশাপাশি অপারেটর দুইটির মধ্যে অবকাঠামো শেয়ারিংয়ে ভূমিকা রাখবে। ফিল্ড ট্রায়াল শেষ হওয়ার পরে সেবাটি বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এর ফলে গ্রাহকরা দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক কাভারেজের মাধ্যমে ভয়েস, এসএমএস ও ডেটা ব্যবহার করতে পারবেন। এই উদ্যোগ দেশে শক্তি সংরক্ষণ ও পরিবেশ-বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণকেও উৎসাহিত করবে। ভারত, থাইল‌্যান্ড, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল‌্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, নেদারল‌্যান্ড, ইতালি ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ পৃথিবীর ২২টি দেশে ন‌্যাশনাল রোমিং চালু রয়েছে। এটি গ্রাহক এবং অপারেটরের জন‌্য অত‌্যন্ত লাভজনক একটি পদ্ধতি বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

**বঙ্গবন্ধুর বাণী সংবলিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন**

এর আগে মন্ত্রী বাংলাদেশ স‌্যাটেলাইট কোম্পানির উদ্যোগে কোম্পানির চেয়ারম‌্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাণী সংবলিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ‌্যে জাতীয় সংসদের এলডি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিটিআরসির চেয়ারম‌্যান শ‌্যাম সুন্দর সিকদার, সাবেক মুখ‌্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি নূরুল হুদা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২২

**সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সম্পাদকদের প্রতি তথ্যমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর):

সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সম্পাদকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। একইসাথে সাংবাদিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে মামলার পরামর্শ দেন তিনি।

আজ সচিবালয়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহের সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘দেশে বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরির অপচেষ্টা চলছে এবং গত ২৮ অক্টোবর ঢাকা শহরে বিএনপির সমাবেশের নামে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে এবং কার্যত রাষ্ট্রের ওপর হামলা হয়েছে। প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা, হাসপাতালে, জাজেস কমপ্লেক্সে হামলা আগে কখনো ঘটেনি। রাষ্ট্রের ওপর এই হামলাকারীরা চিহ্নিত, তারা বিএনপি জামায়াতের নেতা-কর্মী। এটাকে নিছক রাজনীতি বলে এর দায় আমরা এড়াতে পারব না, ঐতিহাসিকভাবে ভুল হবে।’

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘সেদিন সাপ পিটিয়ে মারার চেয়েও জঘন্যভাবে একজন পুলিশ কনস্টেবলকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ইসরাইলি বাহিনীর কায়দায় পুলিশ হাসপাতালে হামলা চালিয়ে এম্বুলেন্সসহ ১৯টি গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডেমরায় ট্রাক ও বাসের সাথে ঘুমন্ত হেলপারদেরও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। এর পরে হরতাল-অবরোধ ডেকেও তারা যানবাহন ও মানুষের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা পরিচালনা করেছে, দেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।’

‘রাজনীতির নামে এই সন্ত্রাস কোনোভাবেই কাম্য নয় এবং সাংবাদিক, সম্পাদক, গণমাধ্যম মানুষের ধ্যান-ধারণা তৈরি করে’ উল্লেখ করে হাছান বলেন, ‘বিএনপির হামলায় ৩০ জনের বেশি সাংবাদিক আহত হয়েছে এবং তাদের ওপর হামলার ভয়াবহতা, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা কি রকম ছিল সেটি সারাদেশের জনগণ জানে না। এটা জানানোর দায়িত্ব আপনাদের। এর ওপর প্রত্যেকটি পত্রিকায় রিপোর্টিং হওয়া দরকার যে এতজন সাংবাদিক এই ভাবে নির্যাতিত হয়েছে। পুরো পরিস্থিতির ভয়াবহতার মধ্যে এটা হারিয়ে গেছে। সে কারণে এই রিপোর্র্টিংটা ধারাবাহিকভাবে হওয়া দরকার।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘গত কয়েক দশকেও পৃথিবীর কোথাও রাজনীতির নামে মানুষ পোড়ানো হয়নি। অথচ আপনারা টেলিভিশনে দেখেছেন একজন গাড়ির মালিক বিলাপ করে করে বলছে যে- “বৌ আমার গাড়িটা জ্বালাইয়া দিছে”। বিএনপির যে দুষ্কৃতকারী গাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে তার বুকের বেল্টে “প্রেস” লেখাছিল। এভাবে সাংবাদিকদের মানহানি বা এবিউজ করা হয়েছে। এটার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে হবে। এবং জনমত তৈরি করতে হলে এগুলো লিখতে এবং বলতে হবে। বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিবৃতি দিয়েছে, সবারই দেওয়া প্রয়োজন।’

আমি আশ্চর্য হয়েছি যে, কথায় কথায় যারা মানবাধিকারের কথা বলে, সাংবাদিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেয়, কারো গালে একটা ঘুষি পড়লো সে জন্য বিবৃতি দেয়, এখন তাদের কোনো বিবৃতি দেখি নাই। তারা যে এখন নিশ্চুপ আছে সে জন্য আপনাদের বিবৃতি দিয়ে মনে করিয়ে দিতে হবে ‘হোয়াই আর ইউ সাইলেন্ট’। আপনাদের সম্মিলিতভাবে চিঠি লেখা দরকার- তোমরা এখন নিশ্চুপ কেন। সেই চিঠি আবার গণমাধ্যমে প্রকাশ করা দরকার।’

-২-

মন্ত্রী ড. হাছান এসময় বলেন, ‘যে সমস্ত সাংবাদিক হামলা-নির্যাতন-নির্মমতার শিকার হয়েছে, যদি আইনগত ব্যবস্থা নিতে হয়, সংশ্লিষ্ট হাউজ থেকে মামলা করতে হবে। পাশাপাশি কোনো হাউজ যদি চায়, আহত সাংবাদিকদের তালিকা দিলে কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে আমরা চিকিৎসার জন্য সহায়তা করব।’

দ্য ডেইলি অবজারভারের সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, ‘২৮ তারিখে অনেক সাংবাদিক আহত হয়েছে, গণমাধ্যমের গাড়ি ও যানবাহনও ভাঙচুর হয়েছে। প্রধান বিচারপতির বাসভবনে আক্রমণ, পুলিশকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা, হাসপাতালের ওপর আক্রমণ, সেগুলো নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণকে আমরা মনে করি সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ। ভীতিপ্রদ পরিবেশ সৃষ্টি করে সুস্থ সাংবাদিকতা হতে পারে না।’

দৈনিক আমাদের নতুন সময়ের এমেরিটাস সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান বলেন, ‘বিএনপি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া কিন্তু নতুন কিছু নয়। তারা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন জাতীয় প্রেসক্লাবে আক্রমণ করে প্রায় ৫০-৬০ জন সাংবাদিককে আহত করেছিল। বিএনপি সাংবাদিকদের ওপর যে আক্রমণ করেছে, যে নৃশংসতা এবং সন্ত্রাস করেছে তাতে আমরা নাগরিক হিসেবে চরম উদ্বিগ্ন ও তাদের নিন্দা জানাই। বিএনপির সব হামলার ঘটনা একত্রিত করে পুস্তিকা প্রকাশ প্রয়োজন। আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে, উন্নয়নের পক্ষে আছি, শুধু দাবি হলো, আমরা যেন নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে আমরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারি।’

সভায় ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, কালের কন্ঠের সম্পাদক শাহেদ মোহম্মদ আলী, ডেইলি সানের প্রধান সম্পাদক এনামুল হক চৌধুরী, ভোরের ডাকের সম্পাদক বেলায়েত হোসেন, দৈনিক কালবেলার সম্পাদক সন্তোষ শর্মা, দেশ রূপান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোস্তফা মামুন, বাংলাদেশ বুলেটিনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রতন, আমাদের সময়ের নির্বাহী সম্পাদক মাইনুল আলম, প্রতিদিনের বাংলাদেশের সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি, আজকালের খবরের সম্পাদক ফারুক আহমেদ তালুকদার, সংবাদ প্রতিদিনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রিমন মাহফুজ, প্রতিদিনের সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের আলোর সম্পাদক মফিজুর রহমান খান বাবু, বাংলাদেশ টুডের সম্পাদক  জোবায়ের আলম, ডেইলি পিপলস লাইফের সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, আমাদের নতুন সময়ের সম্পাদক নাসিমা খান মন্টি, দৈনিক ভোরের আকাশের উপদেষ্টা সম্পাদক মোতাহার হোসেন সাংবাদিকদের ওপর হামলা এবং রাজনীতির নামে সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এর বিরুদ্ধে তাদের লেখনি অব্যাহত থাকবে বলে জানান।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৮২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২১

**আগুন সন্ত্রাসীদের কাছে দেশের মানুষ নিরাপদ নয়**

 **--- খাদ্যমন্ত্রী**

পোরশা (নওগাঁ), ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর):

 আগুন সন্ত্রাস করে বিএনপি ক্ষমতায় যেতে চায়। জনগণের সমর্থন পাবে না বলেই তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। আগুন সন্ত্রাসীদের কাছে দেশের মানুষ নিরাপদ নয় উল্লেখ করে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

 আজ পোরশায় গাঙ্গুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাঙ্গুরিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

 খাদ্যমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার উপকারভোগী নয় এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কৃষক প্রণোদনা পাচ্ছে, তারা শান্তিতে আছে। কৃষকের ধানের নায্যমূল্য নিশ্চিত করা হয়েছে। বিএনপি দেশের উন্নয়ন করতে পারে নাই। শেখ হাসিনার কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেয় তারা। শেখ হাসিনা কমিউনিটি ক্লিনিক আবার চালু করেছেন। কমিউনিটি ক্লিনিকে এখন ২৮ ধরনের ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

 গাঙ্গুরিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ হারুনার রশীদের সভাপতিত্বে নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল খালেক, পোরশা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ আনারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোফাজ্জল হোসেন মোল্লা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মোঃ শাহ মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী এবং গাঙ্গুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনিসুর রহমানের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন।

#

কামাল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২০

**আলু আমদানির আপডেট**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর):

 গত ৩০ অক্টোবর আলু আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়ার পর গতকাল ও আজ-এই ২ দিনে এখন পর্যন্ত ৭৭টি আবেদনের বিপরীতে ৪৯ হাজার ৭৫৫ টন আলু আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছে।

**১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা**

 বোরো মৌসুমে সমলয় পদ্ধতিতে চাষের জন্য ১৭ কোটি ৪২ লাখ টাকা প্রণোদনা দেয়া হবে। এর মাধ্যমে সারা দেশে ১২২টি সমলয় ব্লক স্থাপিত হবে। প্রত্যেকটি ব্লকের আয়তন হবে ৫০ একর আর খরচ হবে ১৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা। প্রণোদনার আওতায় কৃষকেরা বিনামূল্যে হাইব্রিড বীজ, প্রয়োজনীয় সার পাবেন এবং চারা লাগানো, ফসল কাটাসহ অন্যান্য সহযোগিতা পাবেন।

 এ সংক্রান্ত আজ এক সরকারি আদেশ জারি হয়েছে।

#

কামরুল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫১৯

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ১২ শতাংশ। এ সময় ৬২৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৬২৮ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭২০ ঘণ্টা

Handout Number : 1518

**Saima Wazed nominated to lead WHO South-East Asia region**

New Delhi, 1November :

Saima Wazed has been nominated as the Regional Director of the South East Asia Regional Organization (SEARO) of the World Health Organization (WHO). She will lead for the next five years in this capacity.

Member States voted to nominate Saima Wazed during a closed meeting at the seventy-sixth session of the WHO Regional Committee for South-East Asia Region. She bagged 8 votes in the bid while the other candidate Dr. Shambhu Prasad Acharya, nominated by the Government of Nepal, secured 2 votes.

The nomination will be submitted to the WHO Executive Board during its 154th Session, taking place on 22-27 January, 2024 in Geneva, Switzerland.

The newly appointed Regional Director will take office on 1 February 2024.

#

Zaman/Shammi/Rabi/Asma/2023/1500 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫১৭

**সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর**

 **-- শ ম রেজাউল করিম**

চট্টগ্রাম, ০১ নভেম্বর ২০২৩ (বুধবার)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকার সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর।

মন্ত্রী আজ চট্টগ্রামে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির প্যারেড গ্রাউন্ডে একাডেমির ৪২তম ব্যাচের ক্যাডেটদের পাসিং আউট প্যারেড ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী বলেন, সমুদ্রসম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালে টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট প্রণয়ন করেছিলেন। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ও দৃঢ় ভূমিকায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক জলসীমায় আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যার ফলে সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনীতির নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও টেকসই আহরণের লক্ষ্যে নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ মন্ত্রণালয় থেকে প্রণয়ন করা হয়েছে সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা-২০২২ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা-২০২৩। সমুদ্রে অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ বন্ধে ন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাকশন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি ক্যাডেটদের উদ্দেশে বলেন, মেরিন ফিশারিজ একাডেমির নারী ক্যাডেটরাও তাদের দক্ষতা ও নৈপুণ্য কর্মক্ষেত্রে দেখাতে সক্ষম হচ্ছেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়র দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, অতিরিক্ত সচিব এ টি এম মোস্তফা কামাল ও মো. আবদুল কাইয়ুম, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক, মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাসান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট, সরকারি শিপিং দপ্তরসহ অন্যান্য মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ পাসিং আউট প্যারেডে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এ বছর একাডেমির ৪২তম ব্যাচে নটিক্যাল বিভাগে ৬০ জন, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৫৯ জন এবং মেরিন ফিশারিজ বিভাগে ১৯ জন ক্যাডেটসহ সর্বমোট ১৩৮ জন ক্যাডেট পাসড আউট হন।

#

ইফতেখার/জামান/শাম্মী/রবি/কামাল/২০২৩/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫১৬

**দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ভূমিকা রাখছে**

 **--- খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ (পোরশা), ১ নভেম্বর, ২০২৩

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, বর্তমান সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিসর অনেক বাড়িয়েছে। এ কর্মসূচি দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখছে।

মন্ত্রী আজ নওগাঁর পোরশায় নিতপুর ডাকবাংলো প্রাঙ্গণে নিতপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় নানারকম ভাতা দিয়ে যাচ্ছে। এতে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বয়স্ক ভাতা, স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, বিধবা ভাতা, দরিদ্র মায়ের মাতৃত্বকালীন ভাতা, শহিদ পরিবার ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ভাতা রয়েছে। এছাড়া কৃষি প্রণোদনা পাচ্ছে কৃষক। শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা চলে যাচ্ছে অভিভাবকদের মোবাইলে।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, শেখ হাসিনার সরকার গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে জমিসহ বাড়ি দিচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি বিরল।সরকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, হোটেলের কর্মচারী, ড্রাইভারসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে করোনাকালে সহায়তা দিয়েছে, কেউ বাদ যায়নি। বিএনপির সমালোচনা করে তিনি বলেন, তারা নির্বাচন করতে চায় না, জ্বালাও-পোড়াও করে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়। আন্দোলনের নামে তারা পুলিশ হত্যা করেছে। তিনি সন্ত্রাসীদল বিএনপিকে প্রত্যাখ্যানের আহবান জানান।

মন্ত্রী আরো বলেন, গরীব মানুষের আশ্রয়স্থল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, তাঁর বিকল্প নেই। উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে উপকারভোগীদের প্রতি আবারো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

নিতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল খালেক, পোরশা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো: আনারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো: মোফাজ্জল হোসেন মোল্লা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মো: শাহ মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

#

কামাল/জামান/শাম্মী/রবি/কামাল/২০২৩/১৩১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫১৫

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা **:**

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণে গঠিত বোর্ড মজুরি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। শীঘ্রই মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে স্বার্থান্বেষী মহল এ বিষয়ে গুজব ছড়াচ্ছে। মজুরি বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে কোন গুজবে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

#

ফেরদৌস/জামান/শাম্মী/রবি/আসমা/২০২৩/১২২০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫১৪

**জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (০১ নভেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০২৩’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরাপদ রক্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭২ সালে তৎকালীন পিজি হাসপাতাল, বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের অন্ধত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি ১৯৭৫ সালের ১৭ জুলাই ‘The Blind Relief (Donation of Eye) Act, 1975’ প্রণয়ন করেন। সন্ধানী মানবতার পথ ধরে হাসপাতালের মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে দিতে ১৯৭৮ সালের ২ নভেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথম স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ১৯৮৪ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার কর্ণিয়া সংগ্রহ করেছে এবং প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রায় চার হাজার জনকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে।

আমাদের সরকার গঠনের পর ‘মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯’ প্রণয়ন করি। সেই আইনে আমরা মানবদেহের কিডনি, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, অন্ত্র, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, অস্থি, অস্থিমজ্জা, চক্ষু, চর্ম ও টিস্যুসহ যে কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ সংযোজন এবং মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনানুগ কোন উত্তরাধিকারের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে অঙ্গ নেয়ার বিধান রেখেছিলাম। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ১নং আইনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী আইনটিকে যুগোপযোগী করে ‘মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৮’ প্রণয়ন করেছি। আমি নিজেও অনেকবার সন্ধানীতে স্বেচ্ছায় রক্ত দান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি।

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সন্ধানী বিগত চার দশকের অধিক সময়কাল যাবৎ আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। স্বেচ্ছায় রক্তদানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে সন্ধানীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। এর পাশাপাশি সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি মানুষকে মরণোত্তর চক্ষুদানে উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করে যাচ্ছে।

স্বেচ্ছায় রক্তসহ মরণোত্তর চক্ষুদানে দেশের তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচারণা কার্যক্রম আরো জোরদার করা আবশ্যক বলে আমি মনে করি। এসব কাজের জন্য তাদের বিশেষ স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ নিলে অনেকেই স্বপ্রণোদিত হয়ে আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানে এগিয়ে আসার জন্য আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জামান/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/কলি/কামাল/২০২৩/ ১০৪৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫১৩

**জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ কার্তিক (১ নভেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০২৩’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মেডিকেল ও ডেন্টাল ছাত্রছাত্রী কর্তৃক পরিচালিত সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান সন্ধানী বিগত চার দশকের বেশি সময় যাবৎ স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। জরুরি অস্ত্রোপচার, দুর্ঘটনা, অসুস্থতাসহ বিভিন্ন কারণে মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে দেশে রক্তের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এমতাবস্থায় মানুষকে সচেতন করে রক্তের যোগান বৃদ্ধিতে সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। মানবহিতৈষী এ কর্মকাণ্ডে সন্ধানীর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

আমাদের দেশে প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ কর্নিয়াজনিত সমস্যার কারণে অন্ধত্ববরণ করছে। কিশোর- কিশোরী এবং কর্মক্ষম ব্যক্তিবর্গ এই কর্নিয়াজনিত কারণে অন্ধ হচ্ছেন। এই বিপুল সংখ্যক অন্ধ ব্যক্তির চিকিৎসায় পরিবার ও রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো এই বিপুল সংখ্যক অন্ধ মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া। কর্নিয়াজনিত অন্ধত্বের ক্ষেত্রে মানব কর্নিয়া প্রতিস্থাপনই একমাত্র চিকিৎসা। তাই কর্নিয়াজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণে স্বেচ্ছায় রক্তদানের পাশাপাশি মরণোত্তর চক্ষুদানে সকলকে উৎসাহিত করতে হবে। মানব কল্যাণে রক্ত ও মরণোত্তর চক্ষুদানে সকলেই এগিয়ে আসবেন, ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস’- এ এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জামান/শাম্মী/মাহমুদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ